রামানুজ কর্তৃক শকরাচার্যের মায়াবাদের খণ্ডন

রামানুজের মতে মায়া মিথ্যা নয় ঃ অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্যের মতো বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজও জগৎকে মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্ট বলেছেন। তবে তিনি বলেন, ঈশ্বর যে শক্তির সাহায্যে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন তা যাদুকরের যাদু শক্তির ন্যায় আমাদের বুদ্ধির আতীত বলে, এই শক্তির অধিকারী ঈশ্বরকে মায়াবী বলা হয়। 'মায়া' হল ঈশ্বরের বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকারী শক্তি। রামানুজের মতে, ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি যেমন সত্য, তেমনি তাঁর সৃষ্ট শক্তি বা মায়াও সত্য।

জগতের সকল বস্তু ত্রিভূত সৃষ্ট ঃ রামানুজ জগৎকে কখনোই মায়া বা ভ্রান্তি বলেন না। তাঁর মতে সকল জ্ঞানই যথার্থ (যথার্থ সর্ব বিজ্ঞানম্)। তথাকথিত ভ্রান্তির বিষয়ও অযথার্থ নয়। শুক্তিতে রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে রজতকে কোনো অযথার্থ বস্তু বলা যায় না। কারণ ত্রিভূত(ক্ষিতি, অপ, তেজ) দিয়ে যেমন শুক্তির সৃষ্টি, তেমনি রজতেরও সৃষ্টি। যখন আমরা শুক্তিকে রজত বলে জানি, তখন শুক্তির উপাদান ত্রিভূতই রজতে প্রত্যক্ষ করি। তবে সেখানে রজতের উপাদান প্রাধান্য লাভ করে। জগতের সকল জিনিসই ত্রিভূতের সৃষ্টি বলে একটি জিনিসের স্থলে অন্য একটি জিনিস প্রত্যক্ষ করা অযথার্থ কিছুই নয়।

শংকরের মায়াবাদের বিরুদ্ধে রামানুজের সপ্তধানুপপত্তি ঃ

রামানুজ তাঁর শ্রীভাষ্য গ্রন্থে শংকরের মায়াবাদের বিরুদ্ধে সাতটি অনুপপত্তি বা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এই সাতটি অনুপপত্তিকে বলা হয় 'সপ্তধা অনুপপত্তি'। আবার এই আপত্তির উত্তর শংকরপন্থীগণও দিয়েছেন। আমারা নিম্নে রামানুজের আপত্তি ও তার উত্তরগুলি আলোচনা করছি।

১) আশ্রয়ানুপপত্তি ঃ রামানুজের মতে, শংকরাচার্য স্বীকৃত অবিদ্যা বা মায়ার কোনো আশ্রয় নেই। মায়া শক্তিরূপা বলে এই শক্তির একটি আশ্রয় স্বীকার করা প্রয়োজন। অথচ, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলে তার মধ্যে জ্ঞান থাকতে পারে না, আবার জীব অজ্ঞানের কার্য বলে অজ্ঞান তাতেও থাকতে পারেনা। তাই আশ্রয়হীন অবিদ্যা অসিদ্ধ।

উত্তরে শংকরপন্থীরা বলেন, অবিদ্যার আশ্রয় জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই হতে পারেন। তাঁদের মতে, রামানুজ অবিদ্যা বা মায়া ও জীবকে দুটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গণ্য করেই সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। অবিদ্যা ও জীবকে যদি একই বস্তুর দুটি পরস্পর নির্ভর দিক বলে গণ্য করা হয় তাহলে আর কোনো দোষ হয় না। যেমন বৃত্ত ও তার পরিধি। বৃত্ত যেমন তার পরিধিকে আশ্রয় করে থাকে, পরিধিটিও তেমনি বৃত্তকে আশ্রয় করে থাকে। একইভাবে, জীব যেমন অবিদ্যাকে আশ্রয় করে থাকে, অবিদ্যাও তেমনি জীবকে আশ্রয় করে থাকে। আবার ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বললেও কোনো দোষ হয় না। যদি বলা হয় যে, জীবের মধ্যে ভ্রম সৃষ্টিকারী শক্তিরূপেই মায়া ব্রহ্মাশ্রিত। এমন বললে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে মায়া বা অজ্ঞানের কোনো বিরোধ থাকে না, কেননা সেক্ষেত্রে জীবই ভ্রমে পতিত হয়, ব্রহ্ম নয়। কাজেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে মায়া বা অজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই।

২) **তিরোধানানুপপত্তি ঃ** শংকরপন্থীদের মতে, অজ্ঞান বা মায়া স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মকে আবৃত করে। কিন্তু রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি যদি আবৃত হন, তবে তাঁর স্বয়ংপ্রকাশত্ব স্বরূপই তো নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ব্রহ্মের তিরোধান ঘটবে।

এই আপত্তির উত্তরে শংকরপন্থীগণ বলেন, সূর্য মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা পড়লেও তা সূর্যকে বিনষ্ট করতে পারে না। তেমনি অজ্ঞান ব্রহ্মকে আবৃত করলেও বিনষ্ট করতে পারে না।

৩) স্বরূপানুপপত্তি ঃ শংকরপন্থীগণ মায়া বা অবিদ্যাকে জ্ঞানে একটি দোষরূপে উল্লেখ করেন। কিন্তু রামানুজের মতে, এই দোষের স্বরূপ কি তা বোঝা যায় না। ইহা জ্ঞান হতে পারে না। কারণ, জ্ঞানের মধ্যে আবার একটি জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। ইহা জ্ঞাতা হতে পারে না, কারণ ইহা চেতন নয়। আবার, ইহা জ্ঞানের বিষয়ও হতে পারে না। কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়(অদ্বৈতবাদীদের মতে) একান্ত বিরুদ্ধ বলে, এরা একত্রে অবস্থান করে না।

শংকরপন্থীদের মতে, এই দোষ জ্ঞানের বিষয়ই বটে। এই বিষয় একান্ত মিথ্যা বলে পারমার্থিক জ্ঞানের সঙ্গে একত্রে থাকার প্রসঙ্গই আসে না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের সঙ্গে যুক্তই থাকে। অবিদ্যা বা অজ্ঞান সাক্ষীভাস্বর বলেই তা জ্ঞানের বিষয় হয়।

৪) অনির্বচনীয় অনুপপত্তি ঃ শংকরাচার্য মায়াকে সৎ-অসৎ বিলক্ষণ অনির্বচনীয় বলেছেন। অর্থাৎ মায়া সৎও নয় আবার অসৎও নয়, তা অনির্বাচ্য। রামানুজের আপত্তি এই যে, বস্তু মাত্রেই হয় সৎ হবে, না হয় অসৎ হবে। এমন কোনো বস্তু নেই যা সৎও নয়, আবার অসৎও নয়। সৎ-অসৎ বিলক্ষণ অনির্বচনীয় বস্তুর ধারণা নিছক কল্পনামাত্র।

এর উত্তরে শংকরপন্থীগণ বলেন, ভ্রমের বিষয়কে সৎ বলা যায় না, যেহেতু তা সত্য জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। আবার ভ্রমের বিষয় যেহেতু প্রতিভাত হয়, তাই তা আকাশকুসুমের মতো অসৎও নয়। সুতরাং ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সৎরূপে বা অসৎরূপে অনির্বচনীয়। এইহেতু মায়াও সৎ বা অসৎরূপে অনির্বচনীয়।

৫) **প্রমাণানুপপত্তি ঃ** শংকর মতে, অবিদ্যা বা অজ্ঞান জ্ঞানাভাব নয়, তা হচ্ছে ভারূপ-অজ্ঞান। এই ভাবরূপ- অজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ হয়। 'আমি অজ্ঞ' - এইরূপ অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারা ভাবরূপ-অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়। রামানুজ এই প্রসঙ্গে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, এক্ষেত্রে 'ভাবরূপ অজ্ঞান'-এর পরিবর্তে 'জ্ঞানের অভাব'ই প্রতীত হয়। রামানুজ আরও বলেন, কোনো প্রমাণের দ্বারাই (প্রত্যক্ষ, অনুমান) শংকর সমর্থিত 'ভাবরূপ অজ্ঞান'-এর প্রতীতি হয় না। কাজেই ভাবরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যা অসিদ্ধ।

উক্ত আপত্তির উত্তরে শংকরপন্থীরা বলেন, অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নয়; অজ্ঞান হচ্ছে ভাবরূপ অজ্ঞান। অজ্ঞান ভ্রমের বিষয়কে সৃষ্টি করে। শুক্তিতে রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে শুক্তি বিষয়ক অজ্ঞান রজত সৃষ্টি করে। অভাব পদার্থ কখনো কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। ভাব পদার্থেরই কেবল সৃষ্টি সামর্থ থাকে। কাজেই, অবিদ্যা বা অজ্ঞান ভাবস্বরূপ।

৬) নিবর্তক অনুপপত্তি ঃ শংকরাচার্যের মতে, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান থেকেই অজ্ঞান নিবৃত হয়। রামানুজ আপত্তি করে বলেন, শ্রুতি, পুরাণ, গীতা প্রভৃতিতে বলা হয়েছে, সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব। নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক বা মুক্তির নিদান হতে পারে না।

শংকরপন্থীগণ এই আপত্তির উত্তরে বলেন, পুরাণ, গীতা ইত্যাদিতে সগুণ ব্রহ্মের কথা আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদনই এর মুখ্য তাৎপর্য। ব্যক্তি সহজে নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি করতে পারে না। সেজন্য সগুণ ব্রহ্মের কথা বলে উচ্চ স্তরের জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। সেজন্য নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা নিষ্প্রয়োজন নয়। নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান মায়া বা অবিদ্যার নিবর্তক।

৭) **নিবৃত্তি-অনুপপত্তি ঃ** রামানুজ বলেন, অজ্ঞানের নিবর্তক অদ্বৈত দর্শন যথাযথ নির্দেশ করতে পারে না বলে অজ্ঞান নিবৃত্তি অসম্ভব।

শংকরপন্থীগণ এর উত্তরে বলেন, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানই ত অজ্ঞানের যথার্থ নিবর্তক। সুতরাং অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে না, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

পরিশেষে বলা যায়, উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই বোঝা যায় যে, অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্যের বিরুদ্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের কোনো আপত্তিই যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, শংকরাচার্য ও রামানুজ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মায়ার আলোচনা করছেন। শংকরাচার্য চূড়ান্ত অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন, মায়া 'সৎ'ও নয়, আবার 'অসৎ'ও নয়। মায়া সতত বর্তমান ব্রহ্মের মতো সৎ নয়, আবার আকাশকুসুমের মতো অসৎ বা অলীকও নয়। যা চূড়ান্ত অর্থে সৎ বা অসৎ নয়, শংকরাচার্য তাকেই 'মিথ্যা' বা 'মায়া' বলেছেন। আর এই অর্থে জগৎ মিথ্যা বা মায়া। রামানুজ ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে মায়া কথাটিকে গ্রহণ করে মায়াকে 'সত্য' বলেছেন। দুই পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন না হলে, এক পক্ষের বিরুদ্ধে অপর পক্ষের আপত্তি যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। তাই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার জন্য আচার্য শংকরের মায়াবাদের বিরুদ্ধে রামানুজের আপত্তিগুলি গ্রহণযোগ্য হতে পারে নি।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ